International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 218-223
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.214

ভারতীয় দর্শনে আত্মার ধারণা: একটি আলোচনা

নবনীতা রায়
গবেষক, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

There are many concepts in Indian philosophy which are get a significant place. Among the various concepts, Atman (soul), one of the most basic concepts in Indian Philosophy. Atman (soul) is generally regarded as an eternal, immortal and conscious self. The concept of Atman embodies the idea of the eternal self that exists beyond the physical body and the mind. So, it is referring to the non-material self, which never changes. Regarding this concept of Atman, various theory can be observed among both the theistic and atheistic schools of Indian philosophy. The objective of this paper is to clearly present those theories. This paper is a humble attempt to throw light on the concept of Atman following Indian Philosophy.

Keywords: Atman, Soul, Mind, Self, Theistic, Atheistic

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শনে আত্মা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ ভারতীয় দর্শনে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ভারতীয় দর্শনে আত্মা হল শাশ্বত, অসীম এবং অমর সত্তা, যা দেহ ও মনের অতিরিক্ত। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়েরই আত্মার ধারণা সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চেতনাসম্পন্ন নিরাকার উপাদান হিসেবে এই মৌলিক অস্তিত্বগত ভিত্তি হল আত্মা। ভারতীয় ঐতিহ্যে দৈহিক জীবন এবং মৃত্যুর সাথে আত্মার অবস্থান একটি প্রধান বিষয়। আত্মা হল এমন এক চেতন সত্তা যা দেহ ও মন অতিরিক্ত। দেহের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন হলেও কিম্বা মনের পরিবর্তনে দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন রূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মা হল নিত্য, শাশ্বত। আমাদের দেহ কখনো অসুস্থ, কখনো স্বাস্থ্যবান; আবার মন কখনো দুঃখজনক, কখনো আনন্দদায়ক, কিন্তু আত্মার কখনো এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা হল আত্মার গুণ এবং সাধারণত আত্মাকে একত্রে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তাও বলা হয়। ভারতীয় দর্শনে সাধারণত আত্মাকে স্থির চেতন সত্তা বলা হলেও কিছু অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা আত্মার অস্তিত্বকে স্থির চেতন দ্রব্য বলেন না। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে, এইরূপ মতামত প্রায় সকল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করেন।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা নিম্নে আলোচনা করা হল:

চার্বাক মত: চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত ধারণাটি এক প্রাচীন চিন্তা ভাবনা এবং বস্তুবাদ নামে পরিচিত। চার্বাকের মতে প্রকৃত সত্য হলো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা সত্যের একমাত্র পরিমাপ। তারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। এর ভিত্তিতে কেবলমাত্র বস্তুই চূড়ান্ত বাস্তবতা কারণ এটি অনুভব করা যেতে পারে। চার্বাক বলেছেন চূড়ান্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধির বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে

আসে। চার্বাকগন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত কিছু মানে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকগণ এই সূত্রেই দেহের অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দেহ স্বীকার্য যেহেতু তা প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ। এই মতানুসারে চার্বাকরা বলেছেন যে আত্মা এবং চেতন উভয়ই ভিন্ন জিনিস। চেতনা হল আত্মা এবং শরীরের বর্তমান সম্পদ। তথাকথিতভাবে আত্মার কোন শাশ্বত অস্তিত্ব নেই কারণ এর কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি নেই। চেতনা হল ব্যবহারিক বাস্তবতা যা অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যেতে পারে এবং এটি অতীন্দ্রিয় নয় বরং এটি বস্তুগত। সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুণ। চার্বাকদের এই মতবাদকে দেহাত্মবাদ বলা হয়।

চার্বাকগণ বলেন যে, কোনভাবেই দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে তা প্রমাণ করা যায় না । প্রথমত, দেহ ভিন্ন আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য প্রমাণের প্রামাণ্য না থাকায় তাদের দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। এরূপ সমর্থনে চার্বাকগণ বলে থাকেন 'আমি রোগা', 'আমি মোটা' এই রূপ দেহের সঙ্গে আত্মার অভেদ জ্ঞান সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, দেহ ও আত্মা যদি অভিন্নই হয় তাহলে আমরা 'আমার দেহ' বলি কেন? এর উত্তরে চার্বাকগণ বলেন ভাষার অপব্যবহারের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। তাই 'আমি দেহ' ও 'আমার দেহ' এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং দেহ ও আত্মা অভিন্ন। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ। আত্মার অমরতা, জন্মান্তর, মুক্তি এসব অর্থহীন।

জৈন মত: জৈন দর্শনে জীব (চিৎ) ও অজীব (অচিৎ) ভেদে পদার্থ দুই প্রকার। জীব হল একটি সচেতন আত্মা এবং অজীব হল একটি অচেতন পদার্থ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জৈনরা 'পুরুষ' বা 'আত্মা'কেই জীব বলেন। বলা হয় যে মানবদেহ পদার্থ দিয়ে তৈরি, যা একদিন ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রকৃতির সাথে মিশে যায়। এটি ক্ষণস্থায়ী এবং অজীব পদার্থ দিয়ে গঠিত। কিন্তু আমাদের আত্মা সচেতন, স্থায়ী এবং শাশ্বত যা বিনষ্ট হতে পারে না। আত্মা শাশ্বত কিন্তু এটি অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও যায় কিন্তু এর ভিত্তি থাকে একই।

জৈনদের অভিমতকে সর্বাত্মাবাদ বলা হয়। কেননা জৈন মতে সকল পদার্থের আত্মা আছে, এমনকি জড়কণারও আত্মা আছে, মাটি, জল, বাতাস ও আগুনের কণাতেও আত্মা আছে। আবার জৈনরা আত্মার বিস্তারও স্বীকার করেছেন। জীব যে দেহ ধারন করে, সেই দেহের আকার বা মূর্তি জীব বা আত্মাও ধারণ করে। অর্থাৎ আত্মা তার বন্ধন অবস্থায় পুরো শরীর জুড়ে অবস্থান করে। দেহের বিস্তার অনুসারেই আত্মার বিস্তার অতিক্ষুদ্র থেকে অতি বিরাট হতে পারে।

জৈন দর্শন বিশ্বাস করে যে কর্ম হল এমন পদার্থ যা মানব দেহে প্রবেশ করে এবং বন্ধন সৃষ্টি করে। কর্ম হল এমন একটি সংযোগ যা আত্মা ও দেহকে একত্রিত করে। সত্যের প্রতি মানুষের অজ্ঞতা একটি আঠালো পদার্থ যা দেহের উপর কর্মের কণা আটকে দেয় এবং এটি বন্ধনের দিকে পরিচালিত করে। যখন ব্যক্তি নিজেকে এই কর্মের কণা থেকে মুক্ত করে তখন সে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে। যেমন বলা হয় মানব শরীরে চার প্রকার কষায় বর্তমান যথা ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ। এই কষায় যুক্ত জীব পুদ্গল কণাকে অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত অদৃশ্যমান ভৌত বস্তুকে আকৃষ্ট করে দেহ ধারণ করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন কামনা বাসনা আত্মাতে পুদগল পরমাণু গুলিকে আকর্ষণ করে, জৈন দর্শনে এরূপ ক্রিয়াকেই আস্রব বলা হয়। আত্মার এরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে তিনটি মার্গের প্রয়োজন হয়। যেমন সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চারিত্র।

পরিশেষে বলা যায় জৈন দর্শনে আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই তাই এটিকে একটি শাশ্বত এবং স্থায়ী পদার্থ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। জীব বা আত্মা হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা।

বৌদ্ধ মত: বৌদ্ধ দর্শন সরাসরি আত্মা সম্পর্কে কথা বলে না। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদকে অনাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদ বলা হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে বাহ্য জগতে বা মনোজগতে স্থায়ী আত্মা বলে কোন কিছু নেই। বৌদ্ধগণ বলে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য এই বাহ্যজগত পরিবর্তনশীল এবং তার গুণাবলীর ধারক রূপে স্থায়ী আত্মা নেই। আবার বলা হয় মনোজগতেও পরিবর্তনশীল গুণাবলীর ধারক রূপে আত্মা নেই। অর্থাৎ বলা হয় এই দর্শন তাই আত্মার চিরাচরিত ধারণাকে খন্ডন করে। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে সমস্ত বস্তুই পরিবর্তনশীল। সকল বস্তুই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়। তাদের মতে জীবনের একমাত্র সত্য হলো পরিবর্তন। দেহের সমস্ত অবস্থা সমূহ এবং মনের সমস্ত অবস্থা সমূহের একত্রিত রূপ আত্মা নামে চিহ্নিত । বুদ্ধদেব এই একত্রিত অবস্থা বা সংঘাতকেই নামরূপ বলেছেন। দৈহিক অবস্থা সমূহকে বলা হয় রূপ এবং মানসিক অবস্থাসমূহকে বলা হয় নাম অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সংঘাতই হচ্ছে আত্মা। একে একত্রে পঞ্চস্কন্ধের সমাহারও বলা হয়। একটি রূপ স্কন্ধ ও চারটি হল নাম স্কন্ধ। রূপ স্কন্ধ বলতে এখানে দেহকে বোঝানো হয়েছে। আর নাম স্কন্ধগুলি হল: বেদনা স্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ এবং বিজ্ঞান স্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধের সমাহার বা সমষ্টি হল আত্মা।

বৌদ্ধগণ স্থায়ী আত্মার সত্তা স্বীকার না করলেও কর্মবাদের প্রতি, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী পূর্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন নয়। পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফল অনুসারেই পরজন্ম নির্ধারিত হয় অর্থাৎ কর্মবাদকেও বৌদ্ধরা এভাবেই ব্যাখ্যা করেন। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করেন তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হয় অথবা যে ব্যক্তি কর্ম সাধন করে সে সেরূপ ফলভোগ না করলেও তারই সদৃশ্য ব্যক্তি যেমন সন্তান ফলভোগ করে।

বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় নির্বাণ লাভেই একমাত্র আত্মার চিরমুক্তি সম্ভব। বৌদ্ধমতে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে আত্মার নির্বাণ লাভ হয়। এই আটটি মার্গ হচ্ছে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। নানান রকমের কামনা বাসনা নাশেই দুঃখ নিরুদ্ধ হয়। আর এই কামনা বাসনা নাশ অবিদ্যা নাশেই সম্ভব। নির্বাণ হল এক শাশ্বত, অচিন্তনীয়, আনন্দময় অবস্থা।

ন্যায়-বৈশেষিক মত: *তর্কসংগ্রহে* আচার্য অন্নংভট্ট আত্মার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, আত্মা হল জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য হল নয়টি। এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে অষ্টম প্রকার দ্রব্যটি হল আত্মা, যা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দু প্রকার। পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর হল সর্বজ্ঞ ও এক কিন্তু জীবাত্মা হল অল্পজ্ঞ ও বহু। অর্থাৎ প্রতিটি শরীরের জন্য পৃথক পৃথক আত্মা বিদ্যমান। তবে বলা হয় জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই বিভু ও অপরিবর্তনীয়। আত্মা হল অচেতন দ্রব্য যা জ্ঞান ইচ্ছা অনুভূতি ও সুখ-দুঃখের আশ্রয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযোগের ফলে আত্মায় জ্ঞান বা চেতনার উদ্ভব হয়। জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য গুলি হল সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার। এই গুণগুলির কোন গুণই পরমাত্মাতে থাকে না। অপরদিকে পরমাত্মাকে ঈশ্বরও বলা হয়।

চার্বাক দর্শনে দেহ এবং আত্মা অভিন্ন বলা হয়েছে কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মাকে দেহ থেকে ভিন্ন বলা হয়েছে। দেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মার জন্মও নেই আবার মৃত্যুও নেই। আত্মা হল অমর। আত্মার গুনগুলি জড় দেহে থাকে না। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি এরূপ আত্মার ধর্মগুলি জড় দেহে থাকে না। কাজেই বলা যায় যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন।

N আবার আত্মা আমাদের বিভিন্ন বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকেও ভিন্ন। কেননা বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলি হল জড়। কিন্তু আত্মা জড় পদার্থ নয়। আরো বলা যায় আত্মাই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের আশ্রয় অথচ ইন্দ্রিয়গুলিকে কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ও বলা যায় না। যেমন কারো চক্ষু ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলেও সে পূর্বে চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা

বিষয়গুলিকে স্মরণ করতে পারে। এই স্মরণ কিন্তু আত্মার দ্বারাই সম্ভব হয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়। সুতরাং আত্মা বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। উপরন্তু আত্মা অন্তরিন্দ্রিয় মন থেকেও ভিন্ন কেননা মন অনু পরিমান কিন্তু আত্মা বিভু পরিমাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপী। তাই অনু পরিমান মন থেকে আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ।

অবিদ্যার জন্য আত্মা নিজেকে মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সাথে অভিন্ন কল্পনা করে এবং পরিনামে দুঃখ ভোগ করে। আত্মার যথার্থস্বরূপের জ্ঞানই মোক্ষ বা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স। যাকে লাভ করা যায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলেই আত্মা উপলব্ধি করে যে আত্মা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। বারোটি প্রমেয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান। এই বারোটি প্রমেয় হল- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, পুনর্জন্ম, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা **তত্ত্বজ্ঞান** অর্জন করতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারলেই মোক্ষ বা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়।

সাংখ্য-যোগ মত: সাংখ্যযোগ মতে আত্মার প্রকৃতি হল বিশুদ্ধ চেতনা বা চিৎ স্বরূপ। আত্মা চেতন স্বরূপ হওয়ায় তা জ্ঞান প্রকাশক। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। এই আত্মা বা পুরুষ হল নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ ও বুদ্ধ। আত্মা নির্বিশেষ, নির্গুণ, সর্বব্যাপী, অসঙ্গ ও উদাসীন সাক্ষীমাত্র। সুতরাং এই দর্শনে আত্মাকে স্বরূপত জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হিসেবে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু অবিদ্যাবশত আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা রূপে মনে করে। আত্মাকে সাংখ্য-যোগ দর্শনে দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হয় না। তাছাড়া জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম হিসাবেও গণ্য করা হয় না। তাই সর্বপ্রথম আত্মা কখনই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয় বরং জ্ঞানস্বরূপই হল আত্মা। চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করায় আত্মার বন্ধন দশা যুক্ত হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে জীবেরই বন্ধন দশা হয় আত্মার নয়; আত্মা হল চির মুক্ত।

সাংখ্য দর্শনে আত্মা বা পুরুষকে বহু বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাদের তিনটি যুক্তি উল্লেখ কতা হল। প্রথমত, প্রতিটা আত্মা বা পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু এক নয়। ব্যক্তি ভেদে আত্মাও ভিন্ন, তাই প্রতিটি আত্মারই জন্ম ও মৃত্যু ভিন্ন ভিন্ন। একটি ব্যক্তির জন্মতে পৃথিবীর সকল ব্যক্তির জন্ম বা একটি ব্যক্তির মৃত্যুতে পৃথিবীর সকল ব্যক্তির মৃত্যু এরূপ সম্ভাব নয়। সুতরাং সকল শরীরের মধ্যে আত্মা একটিই এই যুক্তি তাই স্বীকৃত নয়।

দ্বিতীয়ত, সকল পুরুষের একসঙ্গে একই প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হয় না। পুরুষ বা আত্মা ভেদে ইচ্ছাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রতিটি ব্যক্তির যদি আত্মা এক হয় তাহলে একজনের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাতে সকল ব্যক্তির কর্ম প্রবৃত্তি হতো। কিন্তু বস্তুত তা হয় না। কোন একজনের মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা হলে অপর কোন ব্যক্তিরও সেই প্রবণতা হয় না। আবার এক শরীর নড়াচড়া করলে সকল শরীর নড়াচড়া করে না। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা থাকায় স্বীকার করতে হয় যে আত্মা বহু।

তৃতীয়ত, ত্রিগুণের বৈচিত্রের দ্বারাও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। এই ত্রিগুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। কোন কোন মানুষের মধ্যে সত্ত্ব গুণ প্রবল থাকে; আবার কোন কোন মানুষের মধ্যে রজঃ গুণ প্রধান থাকে আবার কোন কোন মানুষের মধ্যে তমঃ গুণ প্রধান থাকে। ত্রিগুণের এই তারতম্য পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করে। যদি সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজ করে বলে স্বীকার করা হয় তাহলে জীবদেহের এই ত্রিগুণ বৈচিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। বহু পুরুষ স্বীকার করলে তবেই এর ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে।

যোগদর্শনে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় রূপে অষ্টযোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টযোগাঙ্গ যথাযথ পালনের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, যার দ্বারা মোক্ষ বা কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে।

মীমাংসক মত: আত্মা সম্বন্ধীয় মীমাংসক অভিমত সাধারণত ন্যায়-বৈশেষিক অভিমতের অনুরূপ। মীমাংসক মতেও আত্মা হল দ্রব্য বিশেষ; যা নিত্য, সর্বব্যাপক ও বিভু। এই আত্মাই তাদের মতে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। মীমাংসা দর্শনে বহু আত্মা স্বীকৃত হয়। তাদের মতে, দেহ যেহেতু অনেক তাই প্রত্যেক দেহে অবস্থিত আত্মাও অনেক। অর্থাৎ এই জগতে যত পরিমাণ ব্যক্তি আছে, তত পরিমাণই আত্মা আছে। কিন্তু তারা এও স্বীকার করে যে আত্মাকে কোন ভাবেই দেহ বলা যায় না, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মা সুখ-দুঃখের ভোক্তা কিন্তু দেহের এইরূপ কোন বোধ থাকে না। আবার তাদের মতে আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়ও নয়। কেননা অচেতন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ সামর্থ্য থাকে না। আত্মাকে আবার মনও বলা যাবে না। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগের বিশেষ কারণ হল অন্তরিন্দ্রিয় মন। তাই আত্মাকে মন বলাও যায় না।

আবার আত্মাকে চেতনা বা চৈতন্য বলাও যায় না; আত্মা চৈতন্য থেকেও স্বতন্ত্র। মীমাংসক মতে চৈতন্য হচ্ছে আত্মার আকস্মিক ধর্ম। তাই আত্মা মুক্ত হলে তাতে আর চেতনা থাকে না। অর্থাৎ মীমাংসা অনুসরনে বলা যায়, চৈতন্য হচ্ছে আত্মার জাগতিক ধর্ম, পারমার্থিক ধর্ম নয়। তাই মুক্ত আত্মা হচ্ছে অচেতন। যদিও এই অভিমত নিয়ে প্রাভাকর মীমাংসক ও ভাট্ট মীমাংসকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। প্রাভাকর মতে আত্মা স্বরূপত অচেতন কিন্তু ভাট্ট মতে আত্মা যুগপৎ চেতন ও অচেতন। তাদের মতে আত্মার দুটি অবস্থা, যথা, স্থিতাবস্থা ও পরিনামী অবস্থা। স্থিতাবস্থায় আত্মাকে অচেতন বলা হয়েছে এবং পরিনামী অবস্থায় আত্মাকে চেতন বলা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় মীমাংসক মতে, আত্মা দেহের সাথে যুক্ত হলে অর্থাৎ দেহযুক্তিতে আত্মার বন্ধন দশা হয়। আর দেহ থেকে বিযুক্তি ঘটলে আত্মার মুক্তি ঘটে।

অদ্বৈতবেদান্ত মত: অদ্বৈত বেদান্তে আত্মাকে দ্রব্য হিসেবে পরিগণিত করা হয় না। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সুতরাং বলা যায় আত্মা হল সৎ বিষয়; কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। আত্মা হচ্ছে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং আত্মা স্বয়ং আনন্দ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, অদ্বৈত বেদান্তে বিষয়গত ভাবে যা ব্রহ্ম, বিষয়ীগত ভাবে তাই হল আত্মা। আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যা আত্মা তাই ব্রহ্ম; যা ব্রহ্ম তাই আত্মা। এই ব্রহ্ম বা আত্মাই পরমতত্ত্ব ও পরম সত্য। অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য হল 'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন'।

বিষয়ীগত দিক থেকে আত্মাই হল অদ্বৈত বেদান্তে পরমার্থ সৎ। অদ্বৈত বেদান্তে জীবের চারটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যথা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। জীবের জাগ্রত অবস্থায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। জাগ্রত অবস্থার চেতনার জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকে। আবার স্বপ্নকালীন অবস্থাতেও চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। স্বপ্নের চেতনার বিষয় স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয়। তাই এই বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্যতা আছে, ব্যবহারিক সত্যতা নেই। সুষুপ্তি বলতে বোঝায় গভীর নিদ্রা অবস্থা। এই অবস্থায় কেবল শুদ্ধ চেতনা থাকে, চেতনার বিষয় থাকে না। অদ্বৈত বেদান্তে এই সুষুপ্তি অবস্থা হল আনন্দময় অবস্থা। সবশেষে তুরীয় বা সমাধিকালীন অবস্থায় শুদ্ধ চৈতন্যকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয় জীবের এই চার রকম অবস্থায় অনুবর্তমান শুদ্ধ চৈতন্যই হচ্ছে আত্মা। এই আত্মা কোন ভাবে বাধিত হয় না অর্থাৎ অবাধিত; তাই পরম সত্য।

অদ্বৈত বেদান্তে এই ব্রহ্ম বা আত্মার উপলব্ধিতেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি ঘটে। সেই অবস্থায় জীব উপলব্ধি করে যে, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' অর্থাৎ আত্মাই হল ব্রহ্ম।

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত: রামানুজ আবার নৈয়ায়িকদের মত আত্মাকে দ্রব্য হিসেবেই পরিগণিত করেছেন। নৈয়ায়িকেরা চৈতন্যকে আত্মার আকস্মিক ধর্ম বলেন, কিন্তু রামানুজ চৈতন্যকে আত্মার স্বভাবধর্মই বলেছেন,

আকস্মিক বলেননি। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রামানুজ ঈশ্বরকে দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করলেও তাকে ঈশ্বরের অধীন বা ঈশ্বরে আশ্রিত বলেছেন। রামানুজ দর্শনে আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপে ভেদ করা হয়েছে। জীবের মধ্যে যে সসীম আত্মা বর্তমান তাহল জীবাত্মা আর অসীম ব্রহ্মই হল পরমাত্মা। জীবাত্মা অনু-পরিমাণ অপরদিকে পরমাত্মা বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট। এই সংসারী জীব হল দেহবিশিষ্ট আত্মা। ব্রহ্মের দুটি অংশ, যথা, চিৎ ও অচিৎ। এই অচিৎ অংশ থেকে দেহ উদ্ভূত, তাই দেহ হল সসীম। আর ঈশ্বরের চিৎ অংশ থেকে আত্মা উৎপন্ন।

রামানুজ দর্শনে জীবাত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা রূপে স্বীকার করা হয়েছে। রামানুজের মতে, আত্মা মানেই তাতে অহংজ্ঞান থাকবে, জীবের সকল অবস্থাতেই অহংজ্ঞান বর্তমান। তাই আত্মাকে এই অর্থে জ্ঞাতা বলা হয়েছে। আবার বদ্ধ জীব নিজেই তার দেহ পরিচালনা করে, তাই এই অর্থে সে কর্তা। পুনরায়, জীবাত্মা তার কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে তাই সে ভোক্তাও।

রামানুজের মতেও অবিদ্যার প্রভাবে জীব নিজেকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা মনে করে ও বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দুঃখ পায়। ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে তখন বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পায়।

উপসংহার: সুতরাং পরিলক্ষিত হল যে, একমাত্র চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই আত্মাকে স্বীকার করেছেন এবং কীভাবে এই আত্মার ধারণাকে জানা সম্ভব তারও পথনির্দেশ করেছেন। চার্বাক দর্শনে দেহকেই আত্মা রূপে স্বীকার করা হয়েছে। তবে প্রায় সকল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করেন যে দেহ ও আত্মা এক নয়। দেহ অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব হলেও আত্মার উৎপত্তিও নেই তাই তার বিনাশও নেই। চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় আত্মাকে নিত্য, শাশ্বত বলেই স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় দর্শন অনুসারে মানুষের পরম পুরুষার্থ হল মোক্ষ লাভ করা। আর এই মোক্ষ হল আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার স্বরূপকে জানা, যার মধ্যে দিয়ে আত্মা যে স্বরূপত মুক্ত তা জানা যায়। অর্থাৎ মোক্ষ লাভের জন্য প্রয়োজন আত্মার স্বরূপকে যথাযথ ভাবে জানা। তাই এই প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হল যে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আত্মার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন। যার মাধ্যমে আত্মা যে চিরমুক্ত তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে যে তত্ত্বজ্ঞান হলে তবেই আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানা যায়, যার ফলে মোক্ষ লাভ হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Dasgupta, Surendranath. A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY. New Delhi: Rupa Publications India pvt. ltd.
২. Radhakrishnan, Sarvepalli. INDIAN PHILOSOPHY. New Delhi: Oxford University Press, 1923.
৩. Sharma, I.C. Ethical Philosophies of India. Londan: George Allen & Unwin LTD, 1965.
৪. Sinha, Jadunath. Outlines of Indian Philosophy. Varanasi: Pilgrims Publishing, 1963.
৫. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
৬. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন। চার্বাক দর্শন (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯।
৭. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮।